জনসংযোগ কার্যালয়
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা, বাংলাদেশ
ফোন: ০২২২৪৪৯১০৪৫-৫১ ফ্যাক্স:০২২২৪৪৯১০৫২
ওয়েবসাইট: www.juniv.edu

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

১২ জানুয়ারি 'জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' পালিত

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ১২ জানুয়ারি ২০২৫
আজ ১২ জানুয়ারি ২০২৫, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৫৪ বছর অতিক্রম করে ৫৫ বছরে পদার্পন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নানা আয়োজনের মধ্যদিয়ে এ দিবসটি পালন করেছে। ১৯৭১ সালের ১২ জানুয়ারি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর রিয়ার অ্যাডমিরাল এস এম আহসান এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভ উদ্বোধন করেন। এরআগে ১৯৭০-১৯৭১ শিক্ষাবর্ষে ৪ জানুয়ারি অর্থনীতি, ভূগোল, গণিত এবং পরিসংখ্যান-এই চারটি বিভাগে ভর্তিকৃত (প্রথম ব্যাচে) ১৫০জন ছাত্র নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ড. সুরত আলী খান। বিশিষ্ট রসায়নবিদ অধ্যাপক ড. মফিজ উদ্দিন আহমদ প্রথম উপাচার্য হিসেবে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। ২০০১ সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এ দিনটিকে 'বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' হিসেবে পালন করে আসছে।

আজ সকাল দশটায় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ চত্বরে প্রধান অতিথি উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং ভাষণ দানের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের উদ্বোধন করেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন করেন উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান। উদ্বোধনী ভাষণের পর শান্তির প্রতীক পায়রা এবং বেলুন উড়ানো হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মঞ্চে অন্যান্যের মধ্যে উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সোহেল আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ ড. মো. আবদুর রব উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ড. এ বি এম আজিজুর রহমান।

উপাচার্য তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের অনুষ্ঠানে আগত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন-বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। উপাচার্য বলেন, 'প্রাণের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘ ৫৪ বছর পার করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়টির বয়স আমাদের দেশের বয়সের সমান। ফলে দেশের প্রতি আবেগ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেগ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।' উপাচার্য ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করেতে গিয়ে ২০২৪ সালে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে যাঁরা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, তাঁদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি অত্যন্ত আবেগ এবং দরদের সাথে তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করেন। তিনি একই সঙ্গে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে দেশকে স্বাধীন করতে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন এবং ১৯৯০ সালের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে যাঁরা আত্মত্যাগ করেছেন, তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। উপাচার্য তাঁর ভাষণে বলেন, 'বর্তমান প্রশাসনের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ৫৪ বছরে এ বিশ্ববিদ্যালয়কে যাঁরা এতো দূর এনেছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং যাঁরা বর্তমান প্রশাসনের প্রতি আস্থা রেখেছেন, তাদের সেই আস্থার উপযুক্ত হয়ে ওঠার চেষ্টা করা।' উপাচার্য বলেন, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে জায়গাগুলোতে অংশীজনের প্রত্যাশা রয়েছে, প্রাণের দাবি রয়েছে, একাডেমিক থেকে শুরু করে প্রাণ-প্রকৃতি রক্ষা করে পরিবেশ বান্ধব উন্নয়নের যে যে জায়গাগুলো রয়েছে, সেখানে বর্তমান প্রশাসন সবকিছু দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি করার চেষ্টা করবে। এক্ষেত্রে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর উপাচার্যের নেতৃত্বে বর্ণাঢ্য আনন্দ শোভাযাত্রা বের হয়। আনন্দ শোভাযাত্রায় বিভিন্ন অনুষদের ডিন, ইনস্টিটিউটের পরিচালক, হল প্রভোষ্ট, প্রক্টর, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং শুভানুধ্যায়ীগণ অংশগ্রহণ করেন। আনন্দ শোভাযাত্রা সেলিম আল দীন মুক্তমঞ্চে গিয়ে শেষ হয়। এ সময় জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে আহতদের সুস্থতা এবং শহীদদের আত্মার শান্তি কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানে রক্তের গ্রুপ নির্ণয়, সেলিম আল দীন মুক্তমঞ্চে প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের স্মৃতিচারণ, পুতুল নাচ, মহিলা ক্লাব পরিচালিত রাগিনী সংগীত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতি অনুষ্ঠান, কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রীতি ফুটবল এবং নারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রীতি হ্যান্ডবল ম্যাচ এবং সন্ধ্যায় সেলিম আল দীন মুক্তমঞ্চে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র এবং শিক্ষার্থী কল্যাণ ও পরামর্শদান কেন্দ্রের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে শহীদ পরিবারকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নকশীকাঁথা ব্যান্ড গান পরিবেশন করে। এছাড়াও দিবসটি উপলক্ষে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র, কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়া চত্বরে পিঠা মেলা এবং চারুকলা বিভাগের আয়োজনে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে আল্পনা ও গ্রাফিতি প্রদর্শন করা হয়।

মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, পিএইচডি
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)